সংবাদ

তারিখ 23 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

শিবগঞ্জে শিক্ষার প্রসারে ৫৩ বেসরকারি স্কুল

জাতীয়করণ না হওয়ায় হতাশ শিক্ষকরা

প্রতিনিধি, শিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)

চরাঞ্চলের গ্রাম বলতে যা বোঝায়, চরমোহনপুর তাই। চারদিকে ধুলো আর ধুলো। ধুলো ধুসরিত মেঠোপথ দিয়ে কয়েক কিলোমিটার যাওয়ার পর মিলবে বিদ্যালয়টি। চরমোহনপুর নিচপাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিবগঞ্জ উপজেলার ঘোড়াপাখিয়া ইউনিয়নে ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিদ্যালয়টি। মাটি ভরাট করে বাঁধ নির্মাণ করায় বিদ্যালয়টির অবস্থান নিম্নাঞ্চলে মনে হবে। বিদ্যালয়ের টিনের চালা আর পথের উচ্চতা প্রায় সমান। পথে দাঁড়িয়েই শোনা গেলো 'অ' তে অজগর, 'আ' তে আম ধ্বনি। বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে তখন পড়ায় মত্ত কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীরা। তিনটি শ্রেণীকক্ষে তখন লেখাপড়া চলছে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর। বাইরে অপেক্ষমাণ চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা। এ বিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫৪ জন। গত সমাপনি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ১৭ জন শিক্ষার্থী। একজন জিপিএ-৫ সহ পাস করেছে সবাই। ঘোড়াপাখিয়া ইউনিয়ন থেকে যেখানে দুজন জিপিএ-৫ পেয়েছে সেখানে এ বিদ্যালয়েরই একজন। এ নিয়ে বেশ গর্ব করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। বিদ্যালয়ে গিয়ে কথা হয় চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী মোরশালীন হোসেন, ফেরদৌসী খাতুন, আয়েশা খাতুন, দ্বিতীয় শ্রেণীর আবদুল আহাদসহ আরও অনেকের সঙ্গে। তারা জানালেন, দূরের গ্রামের সরকারি বিদ্যালয়ের চেয়ে লেখাপড়ায় কোন অংশেই কম নয় তাদের বিদ্যালয়। শিক্ষকরাও অনেক আন্তরিক। কোন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে না আসলে তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য শিক্ষকরা বাড়ি পর্যন্ত যান। শিক্ষকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের সচেতন করেন, যাতে ছেলেমেয়েদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠান। শিক্ষকদের তৎপরতার কারণেই এখন বিদ্যালয়ে বেশিরভাগ দিনই শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি থাকে শতভাগ। ফেরদৌসী খাতুন খাতুন বলেন, নতুন ক্লাসে নতুন বই পেয়ে অনেক ভালো লাগছে। আমরাও নতুন উদ্যোমে পড়ালেখায় ব্যস্ত হয়েছি। বিদ্যালয়ের সামনে মাঠজুড়ে অপেক্ষয়মান শিক্ষার্থীর হৈ হুলোড় করছে। বেশ ফুরফুরে মেজাজেই আছে শিক্ষার্থীরা। মাঠ পেরিয়ে শিক্ষকদের কক্ষে গিয়ে কেমন আছেন প্রশ্ন করতেই, তাদের হতাশার উত্তর 'এই তো ভাই কোন রকমে কেটে যাচ্ছে'। শিক্ষকদের এখন যত দুশ্চিন্তা বিদ্যালয় জাতীয়করণ নিয়ে। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তৃতীয় ধাপে জাতীয়করণ হওয়ার কথা এই বিদ্যালয়ের। সে আশায় বুক বেঁধেছেন শিক্ষকরা। ১৯৯৬ সাল থেকে কোনো রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই শিশুদের শিক্ষা দিয়ে চলেছেন এ বিদ্যালয়ের পাঁচজন শিক্ষক। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুল ইসলাম জানান, নানা চড়াই-উতরাই পার হয়ে এখনও আমার শিক্ষা কার্যক্রম চালু রেখেছি। এতো বছর ধরে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখতে গিয়ে আমাদের অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়েছে। বিদ্যালয় জাতীয়করণ হলে ত্যাগের সার্থকতা হবে। বিদ্যালয় চালুর সময় এলাকার দুই শিক্ষানুরাগী এক বিঘা জমি দিয়েছিলেন। তাদের একজন তাসেম উদ্দীন। তিনি জানান, এলাকার শিক্ষা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করে দিতেই তিনি জমি দান করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ না হওয়ায় শিক্ষকদের মতো তিনিও হতাশার মধ্যে পড়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর আবারও আশা জেগেছে তার মনে। অবহেলিত চরাঞ্চলের শিশুদের কথা বিবেচনা করে বিদ্যালয়টিকে দ্রুত জাতীয়করণের দাবি জানান তিনি।

চরমোহনপুর নিচপাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখর অবস্থা দেখা গেছে রাধাকান্তপুর কেএ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্ব বিশরশিয়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানাগেছে, শিবগঞ্জ উপজেলায় এ রকম ৫৩টি বিদ্যালয় আছে, যে সব বিদ্যালয় জাতীয়করণের জন্য নিবন্ধিত হয়েছে। কিন্তু ৫৩টির সবগুলোই জাতীয়করণের উপযোগী নয়। অর্ধেকের বেশি বিদ্যালয় ৩০/৩২টি বিদ্যালয়ের পরিবেশ খুব ভালো। এসব বিদ্যালয় জাতীয়করণের সব শর্তই পূরণ করেছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, নিয়মকানুন মেনেই এসব স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন স্থানীয় উদ্যোক্তরা। বিদ্যালয়গুলো প্রত্যন্ত চর এলাকায় অবস্থিত। এলাকার চাহিদার কথা বিবেচনা করেই বিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৯ সাল থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে চালু হয় বিদ্যালয়গুলো। প্রতিটি বিদ্যালয়েই এখন ১৫০ থেকে ১৭৫ জন শিক্ষার্থী আছে। শিবগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ইউসুফ আলী ভূঁইয়া জানান, এরইমধ্যে বেশ কিছু বিদ্যালয় প্রাথমিকভাবে পরিদর্শন করেছেন তিনিসহ স্থানীয়ভাবে গঠিত একটি কমিটি। পরিদর্শনে ৩০/৩২টি বিদ্যালয়ে বেশ ভালো পরিবেশ দেখা গেছে। তাছাড়া প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনও আছে। বিদ্যালয়গুলো ওইসব এলাকায় শিক্ষার প্রসারে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এসব স্কুল অনুমোদন ও জাতীয়করণে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য গোলাম রাব্বানীও চাহিদাপত্র দিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। গোলাম রাব্বানী জানান, শিবগঞ্জের মত বৃহৎ ও জনবহুল উপজেলায় জনসংখ্যার তুলনায় স্কুলের সংখ্যা এখনও সমানুপাতিক নয়। তিনি এসব স্কুল জাতীয়করণের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে।